জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (National Health Mission)

একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার আগের পাঁচ দশক ধরে নানানভাবে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাছাড়া, আন্তরাজ্য এবং কোন এলাকার মধ্যে স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য ছিল। এছাড়া, সাধারণতঃ নির্দিষ্ট কয়েকটি রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল জনস্বাস্থ্য ও preventive medicine-এর উপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার গুণগত মানের (quality of life) ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে কেন্দ্রীয় সরকার 2005 সালে একটি সুসংহত স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করেন। এটি হল 'জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন' (National Rural Health Mission)।

এই মিশন আমাদের দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছে। এর উদ্দেশ্য সারা দেশে গ্রামবাসীদের জন্য কার্যকরী স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামীন মানুষদের বিশেষত পশ্চাৎপদ রাজ্যগুলিতে উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানই এর লক্ষ।

অপরদিকে, দেশের শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য 2013 সালে চালু হয় 'জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশন' (National Urban Health Mission)। এই মিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নগরবাসীদের বিশেষ করে শহরে বসবাসকারী আর্থিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণীকে উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা। কিছুদিনের মধ্যেই দু'টি মিশন—'জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন' এবং 'জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশন'—একত্রিত করে 'জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন' (National Health Mission) নামে এক অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই মিশনের লক্ষই হল ন্যায্য, সুলভ ও গুণমান সম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

স্বাস্থ্যের বিষয়টি রাজ্য তালিকাভুক্ত। সব রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতিও সমান নয়। তাই কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মাধ্যমেই এই কর্মসূচী রূপায়িত হবে। এ বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যকে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে এবং সব রাজ্যই একটা করে মৌ (Memorandum of

Scanned with CamScanner

Understanding)-এ স্বাক্ষর করেছে। কেন্দ্র নীতি রচনা করে দেয় এবং তা কার্যকরী করার দায়িত্ব রাজ্যের। মোট খরচের দশ শতাংশ রাজ্যকে বহন করতে হয়।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক নানান কর্মসূচী রয়েছে। যেমন, শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচী, পতঙ্গবাহিত রোগ ও কিছু অসংক্রামক ব্যাধি সংক্রান্ত কর্মসূচী। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক নানান কর্মসূচী এক ছাতার তলায় এনে এক ব্যাপক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এই জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে। নীচু তলা পর্যন্ত এই কর্মসূচী পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাই এই মিশনে পঞ্চায়েতের ভূমির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মৌ-তে যেভাবে উল্লেখ আছে সেই মত রাজ্যগুলি অর্থ, কর্মী ও কর্মসূচী পঞ্চায়েতের নিকট হস্তান্তর করবে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। দীর্ঘদিন ধরে লোকবলের অভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের কাছে পৌছাতে পারেনি। তাই প্রতিটি রাজ্যে আশা (ASHA) নামে কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ এবং অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা এক অভিনব উদ্যোগ। এইসব স্বাস্থ্যকর্মীদের গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়োগ করেন এবং এঁরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছেই দায়ী থাকেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য কমিটি গ্রামের স্বাস্থ্য পরিকল্পনা রচনা করেন।

উপসংহার

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিও এক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে। তবে কোন কোন রাজ্য আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে সক্ষম নয়। তাই এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারকে বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাছাড়া, স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয়সাধন করাও প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner